আবিদুলের উক্তি নিয়ে ব্যঙ্গ, ক্ষমা চাইলেন শিবিরের ৭ কর্মী

অনলাইন ডেস্ক

সংগৃহীত ছবি

ছাত্রদল নেতা ও ডাকসু নির্বাচনে ভিপি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা আবিদুল ইসলামকে নিয়ে ব্যঙ্গাত্মক ভিডিও প্রচারের ঘটনায় ক্ষমা চেয়েছেন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (ইবি) শাখা ছাত্রশিবিরের কয়েকজন কর্মী। গতকাল শনিবার (১৩ সেপ্টেম্বর) সার্বিক ঘটনা ব্যাখ্যা করে ক্ষমা চেয়েছেন তারা।

জানা যায়, ২০২৪ সালে জুলাই আন্দোলন চলাকালে আবিদের বলা ‘প্লিজ, কেউ কাউকে ছেড়ে যাইয়েন না’ অংশটি নিয়ে ব্যঙ্গ করার অভিযোগ ওঠে তাদের বিরুদ্ধে। মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) রাতে ডাকসুর ফল ঘোষণার পর অর্থনীতি বিভাগের ২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষের নাইমুর রহমান নামে এক শিক্ষার্থী ফেসবুকে ব্যঙ্গাত্মক ওই ভিডিও পোস্ট করেন।

ভিডিওটি ভাইরাল হলে দেশব্যাপী সমালোচনার ঝড় ওঠে।

ভিডিওতে থাকা শিক্ষার্থীরা হলেন, ওমর ফারুক (ইইই ২০-২১ সেশন), নাহিদ হাসান (আল কুরআন ২০-২১), নাইমুর রহমান (অর্থনীতি ২১-২২), সোহান (আইন ১৭-১৮), রোকনুজ্জামান রোকন (মার্কেটিং ১৯-২০), মোজাম্মেল (দাওয়াহ ২১-২২), আবদুল্লাহ নুর মিনহাজ (আল হাদিস ২০-২১)।

অভিযুক্ত শিক্ষার্থীরা বলেন, 'সাম্প্রতিক সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে একটি ভিডিও ছড়িয়ে পড়েছে, যেখানে দেখা যাচ্ছে আমরা বন্ধুদের মধ্যে ডাকসু নির্বাচনের প্রচারণা নিয়ে নিজেদের রুমে মজার ছলে আলোচনা করছিলাম। এতে সাদিক কায়েম ভাই এবং আবিদুল ভাই উভয়কেই নিয়ে আলোচনা হয়।

আলোচনার এক পর্যায়ে ডাকসু নির্বাচনের সময় সাদিক কায়েম ভাইকে নিয়ে ব্যবহৃত বাক্য 'তুমিও জানো, আমিও জানি, সাদিক কায়েম পাকিস্তানি' এবং ডাকসু প্রচারণায় ব্যবহৃত আবিদ ভাইয়ের বাক্য 'প্লিজ, আপনারা কেউ কাউকে ছেড়ে যাইয়েন না' বলা হয়। তবে আমরা দেখতে পাই-২৬ সেকেন্ডের ভিডিওর শেষের ১২ সেকেন্ড কেটে অনলাইনে অতিরঞ্জিত ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে প্রচার করা হচ্ছে এবং আমাদের জুলাইয়ের মুখোমুখি দাঁড় করানো হচ্ছে। অথচ এটি নিয়ে ভিডিও তৈরি করা এবং জুলাইয়ে আবিদ ভাইয়ের কৃতিত্বকে হেয় করা বা জুলাই আন্দোলনের স্লোগানকে অবজ্ঞা করা আমাদের কোনো উদ্দেশ্যই ছিল না।

তারা আরো বলেন, 'মজার ছলে করা আমাদের এই বিষয়টি এভাবে আমাদের জুলাই সহযোদ্ধাদের ব্যথিত করবে, তা আমরা

ভাবতে পারিনি।

জুলাইয়ের কৃতিত্ব নিয়ে আমরা কোনো কটাক্ষ করিনি। এর পরও বিভ্রান্তির কারণে বিষয়টি আমাদের যেসব জুলাইযোদ্ধাকে ব্যথিত করেছে, তাদের কাছে আমরা দুঃখ প্রকাশ করছি।'

উল্লেখ্য, ২৬ সেকেন্ডের ভিডিওতে দেখা যায়, শিক্ষার্থীরা ব্যঙ্গ করে বলছেন, 'তুমিও জানো আমিও জানি, সাদিক কায়েম পাকিস্তানি', 'প্লিজ, কেউ কাউকে ছেড়ে যাইয়েন না'।